পুড়ছে গ্যাস জ্বলছে দেশ

গোলাম মোর্তোজা

কথায় বলে নিজের স্বার্থ পাগলেও বোঝে। কোনো বিতর্ক নেই, কথাটি পুরোপুরি সঠিক। প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে সদ্য সাবেক হয়ে যাওয়া জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের নাম। তিনি নিজের স্বার্থ বুঝেছিলেন। নাইকো থেকে পেয়েছিলেন গাড়ি+... আরো অনেক কিছু। গাড়ির বিষয়টি দেখা গেছে, ডলার দেখা যায়নি। মোশাররফ হোসেন একা নন, তার সঙ্গে ছিলেন আরো অনেকে। ডলারের মতো তারাও থেকে গেছেন পর্দার অন্তরালে। চাকরি হারালেন এক মোশাররফ হোসেন।

এতো গেল খালেদা জিয়া সরকারের একটি অপকর্মের কথা। আমরা একটু পেছনে ফিরে যাবো। শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে। তখন প্রভাবশালী জ্বালানি সচিব ছিলেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ছিলেন মোশাররফ হোসেন। নিশ্চয় মনে আছে মাগুরছড়া গ্যাসকূপে অগ্নিকান্ডের কথা। অক্সিডেন্টালের ভুলের কারণে লেগেছিল আগুন। সেই সময় একটি তদন্ত কমিটি হয়েছিল। তদন্ত কমিটি রিপোর্টে বলেছিল, মাগুরছড়া গ্যাসকূপের ২৪৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়ে গেছে। যার বাজার মূল্য ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। পরিবেশের ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছিল ৬০৯ কোটি টাকার। নিয়ম অনুযায়ী অক্সিডেন্টাল থেকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। ক্ষতিপূরণ আদায়ের দায়িত্ব ছিল তৎকালীন সরকার বিশেষ করে জ্বালানিমন্ত্রী, সচিব এবং পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যানের। কিন্তু বাংলাদেশকে একটি টাকাও দিতে হয়নি অক্সিডেন্টালকে। উল্টো অক্সিডেন্টাল তার সবকিছু ইউনিক্যালের কাছে বিক্রি করে দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে।

অক্সিডেন্টালের ক্ষতিপূরণ না দেয়া এবং বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং মোশাররফ হোসেন। তৌফিক এলাহী চৌধুরী তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি প্রকাশ না করে নিজের কাছে আটকে রেখেছিলেন। কেন তিনি এমনটা করেছিলেন? জনশ্রুতি আছে, বিদেশের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ভারী হয়েছিল, নিউইয়র্কে হয়েছিল বাড়ি...।

নিজের স্বার্থ মানুষ কতটা বোঝে- এটা তারই প্রমাণ।

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে আগুন জ্বলছে, দাউ দাউ করে। জনগণের সম্পদ ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। আগুনের ফুলকিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে মানুষের হাহাকার। মানুষের কষ্ট-বেদনা, গ্যাসের ধোঁয়া... সব একাকার। দেখার যেন কোথাও কেউ নেই। দেশের সম্পদ পুড়ছে দিনের পর দিন...। নাইকোর কর্মকর্তারা এখনো বাংলাদেশে ঘুরছে দাপটের সঙ্গে। করছে আত্মপক্ষ সমর্থনের নামে নির্লজ্জ মিথ্যাচার। বলার চেষ্টা করছে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে তারা রিলিফ কূপ খনন করবে। এ রকম দুর্ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোত নাকি অহরহ ঘটে। তাদের এই মিথ্যাচারের সহযোগী মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ এবং আমলা। এখানে রাজনীতিবিদ বলতে বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। রাজনীতিবিদ-আমলারা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছেন বিদেশী তেল কোম্পানির কাছে। ডলারের প্রলোভনে বিবেককে তারা বিক্রি করে দিয়েছেন।

তারা নিজের স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে নিয়েছেন। তেল কোম্পানির অর্থে সপরিবারে ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরেছেন, ঘুরছেন। দেশের স্বার্থ দেখার মতো সময় তাদের নেই। এ কথা শুধু একজন মোশাররফ হোসেন বা তৌফিক এলাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়। আমাদের প্রায় সব রাজনীতিবিদ এবং আমলার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।

তৎকালীন সচিব তৌফিক এলাহী চৌধুরী রিপোর্ট আটকে রেখেছিলেন। তার মতে এটা নাকি 'কনফিডেন্সিয়াল'। তাই এটা আটকে রেখেছিলেন। তার নিজের সুবিধার জন্যেই যে তিনি এ কাজ করেছেন সেটা যে কেউ-ই বুঝবে। তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদরা, শেখ হাসিনা কেন বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন? রিপোর্ট

আটকে রাখার জন্য কেন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তৌফিক এলাহীর বিরুদ্ধে? ইউনিক্যালের কাছ থেকে কীভাবে লাভবান হয়েছেন সেই অনুসন্ধানই বা কেন করা হয়নি? কারণ সুবিধা পেয়েছেন সবাই। কেউ পেয়েছেন সরাসরি, কেউ পেয়েছেন একটু ঘুরিয়ে। কাউকে আবার সরাসরি সুবিধা না দিয়ে দেয়া হয়েছে আত্মীয়স্বজনদের।

এবিএম মোশাররফ হোসেনকে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কাজটি করেছেন খালেদা জিয়া স্বয়ং। সাদা চোখে এটা বেশ প্রশংসার কাজ বলেই মনে হবে। কিন্তু আসলে কী তাই? বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া যাক।

নাইকো নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে খালেদা জিয়ার জোট সরকার। কোনো রকম নিয়ম-নীতি না মেনে নাইকোকে দুটি গ্যাসক্ষেত্র দিয়ে দেয়া হয়েছে। নিজেদের আবিষ্কার করা গ্যাসক্ষেত্রে, গ্যাস মজুদ থাকার পরও পরিত্যক্ত দেখিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে নাইকোকে! কাজটি করেছে খালেদা জিয়া সরকার!! দেশের মানুষ ভোট দিয়ে যাদের ক্ষমতায় এনেছে সেই সরকার!!!

প্রিয় পাঠক একবার ভাবুন তো, এটা কত বড় মাপের অন্যায়। কত বড় অনৈতিক কাজ।

নাইকো এখন বলছে এ রকম দুর্ঘটনা নাকি মধ্যপ্রাচ্যে অহরহ ঘটে। নাইকোর কর্মকর্তাদের ধারণা, বাংলাদেশের কোনো মানুষ মধ্যপ্রাচ্য চেনেন না। সেখানে কী ঘটে সেটাও জানেন না। যারা জানেন সেই মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, আমলা, বিশেষজ্ঞদের তারা কিনে নিয়েছেন। কিন্তু এর বাইরেও বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছেন, তারা সারা পৃথিবীর খোঁজখবর খুব ভালো করেই রাখেন। দুর্ঘটনা সেখানেও ঘটে। সেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও তাদের থাকে। থাকে ক্ষতিপূরণের বিধানও। কিন্তু নাইকোর সঙ্গে খালেদা জিয়া সরকার যে চুক্তি করেছে, সেখানে ক্ষতিপূরণের কি বিধান রাখা হয়েছে? ভাবতেও অবাক লাগে চুক্তিতে বলা হয়েছে, 'খননকাজ চলাকালে কোনো দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত বা অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে নাইকোর কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।'

কী চমৎকার চুক্তি!

কাজ করবে, ক্ষতি হবে দেশের সম্পদ। অথচ দেশকে তারা ক্ষতিপূরণ দেবে না।

রাষ্ট্রক্ষমতার কর্ণধাররা সম্পাদন করেছেন এই চুক্তি। সেখানে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে দেশের স্বার্থ। কেন তারা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন? নিজেরা লাভবান হয়েছেন বলে? এ ছাড়া তো আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার শাস্তি হয়েছে পদত্যাগ। এটা কী কোনো শাস্তি? যে ব্যক্তি দেশের সঙ্গে বেইমানি করে, দেশের সম্পদ বিদেশী কোম্পানিকে দিয়ে দেয়, তার শাস্তি শুধু পদত্যাগ?

বাংলাদেশে ইদানীং অনেক বড় বড় কথা বলেন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তীব্র সমালোচনা করেন রাজনীতিবিদদের। অথচ এই তেল-গ্যাস ইস্যুতে বিস্ময়কর রকমভাবে নীরবতা পালন করছেন আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ। এফবিসিসিআই বা অন্য কোনো ব্যবসায়ী সংগঠনের কোনো বক্তব্য নেই। মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে, কার ওপর ভরসা রাখবে...?

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি- বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে এদের চিন্তার কোনো শেষ নেই। তারা কত রকমের উপদেশ দেয়, ধমক দেয়। আদমজী জুটমিল বন্ধ হয়ে যায় তাদের ফর্মুলায়। ব্যাংক বেসরকারিকরণ না করায় ঋণ বন্ধ করে দেয়। গ্যাস রপ্তানি করতে হবে- এ কথা বলতে বলতে তারা মানুষের কান ঝালাপালা করে ফেলেছে। গ্যাস রপ্তানি করে বাংলাদেশ কীভাবে ধনী হবে, সেই ফর্মুলাও দেয়ার চেষ্টা করেছে। হুমকি দিয়েছে ঋণ বন্ধ করে দেয়ার। গ্যাস রপ্তানির পক্ষে যত রকমের ওকালতি করা সম্ভব, সবই তারা করেছে। এখন টেংরাটিলায় প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি টাকার গ্যাস পুড়ছে। নাইকোর অবহেলার কারণে যে বাংলাদেশের এই বিপুল ক্ষতি হচ্ছে সেটাও প্রমাণিত সত্য। অথচ এখন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ কোনো কথা বলছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে তাদের তথাকথিত চিন্তার শেষ নেই। নাইকো যে বাংলাদেশের মানুষকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে সেটা নিয়ে তাদের কোনো বক্তব্য নেই কেন? কারণ সম্পদহীন অসহায় বাংলাদেশ তৈরি করাটা তাদেরও প্রধান মিশন। সাহায্যের নামে অসহায় মানুষকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়। দেয়া যায় অনৈতিক শর্ত।

বাংলাদেশের আজ পর্যন্ত যা কিছু অর্জন তার সবই হয়েছে নিজেদের উদ্যোগে। গার্মেন্টস সেক্টরে বিপ্লব ঘটেছে। এটা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবি'র প্রেসক্রিপশনে হয়নি। হয়েছে নিজস্ব উদ্যোগে। কৃষক টিকিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। আর বারবার সেই কৃষককে সহযোগিতা না করার শর্ত দিয়েছে এই সংস্থাগুলো। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ যা যা করতে বলেছে তার কোনোটাতেই সুফল আসেনি। কুফল এসেছে অনেক। তারপরও আমাদের রাজনীতিবিদ, আমলারা নিজেদের স্বার্থে ঘুরছেন এই সংস্থাগুলোর পেছনে।

নাইকো খুব ভালো করেই জানে যারা তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, তারা বিক্রি হয়েছে ডলারে। যারা হইচই করছে সেই জনগণের কোনো ক্ষমতা নেই। তারা গ্যাস পুড়তে দেখছে আর ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরছে। টেংরাটিলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা আন্দোলন করছিলেন একত্রিত হয়ে। সেখানেও বিভেদ তৈরি করার পুরনো কৌশল অবলম্বন করেছে নাইকো। এলাকার প্রভাবশালী লোকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে নাইকো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু-একজনকে বেশিই দিয়েছে। যেমন একজন চেয়ারম্যানকে দেয়া হয়েছে ৯ লাখ টাকা। কারণ তিনি আন্দোলনের অন্যতম নেতা। এ রকম আরো কয়েকজনকে দেয়া হয়েছে। এলাকার স্কুল তেমন ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২ লাখ টাকা। কারণ স্কুলের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীরা। স্কুলের নামে টাকা এলেও এর একটি অংশ চলে যাবে এই প্রভাবশালীদের পকেটে। সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তদের আন্দোলনকে বিভক্ত করার এই কৌশল মাগুরছড়ায়ও করেছিল অক্সিডেন্টাল।

সারা পৃথিবীতে তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলোর ভাবমূর্তি এমন যে, তাদের পক্ষে যেকোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব। তাদের তুলনা করা হয় লুটেরা শ্রেণীর সঙ্গে। তারা একটি দেশে যায়। প্রথমে সেখানকার রাজনীতিবিদ, আমলাদের ঘুষ দেয়। বিশেষজ্ঞদের মোটা অঙ্কের বেতন এবং বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে চাকরি দেয়। ফলে তাদের খারাপ কাজের সমালোচনা করার কেউ থাকে না। সাধারণ মানুষ যখন বোঝে ততদিনে তারা আখের গুছিয়ে সে দেশ থেকে চলে যায়। যেমনভাবে তেল কোম্পানি চলে গিয়েছিল নাইজেরিয়া থেকে। নাইজেরিয়ার সমস্ত তেল-গ্যাস সম্পদ প্রায় লুট করে নিয়েছে তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো। গ্যাসের অভাবে নাইজেরিয়ার অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যুতের অভাবে বড় বড় বিল্ডিংয়ের অনেকগুলোতে আলো জ্বলে না। বাংলাদেশকেও নাইজেরিয়ার মতো সম্পদহীন করার একটি চক্রান্ত চলছে এখন। সেই চক্রান্তের অংশীদার আমাদের রাজনীতিবিদ-আমলারা।

বাংলাদেশকে রক্ষা করার উপায় এখন একটাই, চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সরকারি দল বিএনপির থেকে সেটা আশা করা যায়ই না। আশা করা যায় না বিরোধী দল আওয়ামী লীগের থেকেও। কারণ ক্ষমতায় থাকাকালীন তেল কোম্পানিগুলোর থেকে তারাও লাভবান হয়েছেন। এ কারণেই টেংরাটিলা বিষয়ে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই। যা আছে সবই লোক দেখানো।

বিএনপি-আওয়ামী লীগ সম্মিলিতভাবে নিঃস্ব করে দিচ্ছে বাংলাদেশকে। তারপরও জনগণ তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে। এদের বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না- তাও পুরোপুরিভাবে ঠিক নয়। বাংলাদেশ সরকার যে গ্যাস রপ্তানি করতে পারেনি, সেটা আওয়ামী লীগ-বিএনপির কারণে নয়, জনগণ চায়নি বলেই পারেনি। সেই জনগণ চাইলে লুটেরা তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে। যাওয়ার আগে দিয়ে যেতে হবে ক্ষতিপূরণ। জনগণও এটা চাইবে। কত সময় নিয়ে চায় সেটাই দেখার বিষয়। জনগণ যখন জেগে উঠবে তখন আমাদের সম্পদ অক্ষত থাকবে তো!